টুকরো খবর

চা বাগানে হাতির দল

বানারহাট, ১১ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীর দিন বানারহাটের কাঁঠালগুড়ি ও রিয়াবাড়ি চা বাগানের মাঝামাঝি এলাকায় কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের এন–২ সেকশনের পতিত জমিতে আটকে পড়ল একাধিক শাবক সহ প্রায় ২০টি হাতির একটি দল। এদিন হাতির দলটি দেখতে দুই চা বাগানের বাসিন্দারা ভিড় জমান। বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা দিনভর হাতির দলটিকে পাহারায় রাখেন। সন্ধে ছ'টা নাগাদ হাতির দলটিকে তাড়িয়ে রেতির জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন বনকর্মীরা।

সহায়তা

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : মাল ব্লকের নিদাম চা বাগানের কিশোর অংশু মির্ধা সম্প্রতি জাতীয়স্তরের কুডো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তাঁর বাবা একজন কুডো প্রশিক্ষক। আর্থিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের এই খেলোয়াড়কে সোমবার সহযোগিতা করল ভারতীয় সমাজসেবা সংস্থা। সংস্থার রাজ্য সভাপতি হর্ষিত প্রসাদ বলেন, 'আমরা অংশুকে জার্সি, ট্র্যাকশুট, স্পোর্টস শু ও স্পোর্টস ব্যাগ দিয়েছি। অংশুর পাশে আমরা সবসময় থাকব।'

সংবর্ধনা

নাগরাকাটা, ১১ অক্টোবর : শতোর্ধ্ব প্রবীণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল লুকসান গ্রামীণ কল্যাণ সমিতি। সোমবার সন্ধ্যায় সংস্থার তরফে ১০৩ বছর বয়সি জ্ঞানবাহাদুর ছেত্রীকে সংবর্ধিত করা হয়। তিনি লুকসান চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে। এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

উদ্বোধনে মন্ত্রী

নাগরাকাটা, ১১ অক্টোবর : ষষ্ঠীতে নাগরাকাটা থানার চ্যাংমারি চা বাগানের পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। প্রতি বছরের মতো এবছরও অষ্টমীতে এই পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নবমীতে যাত্রা ও আদিবাসী নৃত্য আয়োজন হয়েছে।

শিবির

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : সোমবার প্রাণীসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘোলোঘড়িয়া বনবস্তিতে প্রাণীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয়। প্রতি মাসে ২০ দিন করে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই শিবির চলবে।

রেলের শিবির

ধূপগুড়ি, ১১ অক্টোবর : লেভেল ক্রসিং এবং রেললাইন দিয়ে চলাচল নিয়ে সচেতনতা শিবির করল ময়নাগুড়ি জিআরপি। সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং–২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে প্রচার চালানো হয়েছে।

আটকে পড়া হাতির দল। সোমবার কাঁঠালগুড়ি ও রিয়াবাড়ি চা বাগানের মাঝে। ছবি : কৌশিক শীল

দুই চা বাগানের বিরুদ্ধে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ

পিএফ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা বাগানের বিরুদ্ধে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কার্যালয়ের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত তরাই–ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, চা বাগান তৃণমূল মজদুর ইউনিয়ন, বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও আইএনটিইউসি অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স এদিন রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তরের সামনে সমবেতভাবে প্রতিবাদে শামিল হয়। জলপাইগুড়ির রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার বিলাল জামাংগ বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। পিএফ দপ্তর তাঁদের আইনজীবীদের মাধ্যমে গোটা বিষয়টির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ, বাগান শ্রমিকদের কাছ থেকে পিএফ–এর জন্য ২০ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হলেও সরকারি খাতে সেই টাকা জমা পড়েনি। এর ফলে দুই চা বাগানের প্রায় তিন হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নেতাদের আরও অভিযোগ, উপযুক্ত চা শিল্পপতির দ্বারা বাগান দুটি পরিচালনার প্রস্তাব রাখলেও সেই প্রস্তাব বিশবাঁও জলে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

- শ্রমিকদের পিএফ–এর জন্য ২০ কোটি টাকা কেটে নিলেও সরকারি খাতে টাকা জমা পড়েনি
- শ্রমিক–কর্মচারীরা পিএফ, গ্র্যাচুইটি, বকেয়া মজুরি, বোনাস থেকে বঞ্চিত
- সুরাহা চেয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ
- আইনজীবীদের মাধ্যমে খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের আশ্বাস প্রশাসনের

এর আগে নাগেশ্বরী এবং কিলকোট, দুই চা বাগানই ডানকানসের মালিকানাধীন ছিল। তবে পরবর্তীতে ডানকানসকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হলে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনাল বাগান দুটি পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। তবে শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘ সময় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনাল বাগান পরিচালনা করতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের পর উপযুক্ত পরিচালন কর্তৃপক্ষের হাতে বাগানের পরিচালনের ভার তুলে দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু দুই চা বাগানের ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে বলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অভিযোগ।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'ডানকানসের মালিকানাধীন থাকার সময়ে শ্রমিক–কর্মচারীদের কাছ থেকে পিএফ খাতে ১৫ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। অথচ সেই টাকা পিএফ দপ্তরে জমা পড়েনি। পরবর্তীতে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনালের আমলে ৫ কোটি টাকা পিএফ খাতে কাটা হয়েছে। সেই টাকার কী বন্দোবস্ত হয়েছে, তাও তাঁদের জানা নেই। শ্রমিক–কর্মচারীরা পিএফ, গ্র্যাচুইটি, বকেয়া মজুরি, বোনাস কিছুই পাচ্ছেন না।' প্রাক্তন বিধায়ক তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জোশেফ মুন্ডার কথায়, 'দুই চা বাগানের শ্রমিকরা নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। চা বাগানে যে সমস্ত পরিষেবা পাওয়ার কথা, শ্রমিক–কর্মচারীরা তার কিছুই পাচ্ছেন না।' তরাই–ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নকুল সোনার জানান, পিএফ–এর টাকা কেটে নেওয়ার পরও সেই টাকা সরকারি খাতে জমা না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। ২০ কোটি টাকা পিএফ খাতে কেন জমা পড়ল না, সে ব্যাপারে নকুলবাবু তদন্ত দাবি করেছেন।

নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিক কুমার ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। এটা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে গাঁধার খাটনি খেটেও পিএফ–এর টাকা জমা না পড়লে আমাদের বৌ–বাচ্চা নিয়ে পথে বসতে হবে।' বাগান শ্রমিক রূপেশ মাহালি, জামাই ওরাওঁদেরও একই আশঙ্কা।

পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন পর্যটক আবাসে মিকি মাউস, মোটু-পাতলু সহ বিভিন্ন কার্টুন চরিত্র থাকছে। সোমবার কালিম্পং–২ ব্লকের জিৎখোলায় ছবিটি তুলেছেন বিদেশ বসু।

গয়েরকাটায় মেলায় না

গয়েরকাটা, ১১ অক্টোবর : করোনা বিধিনিষেধের জেরে এবছরও গয়েরকাটার ঐতিহ্যবাহী দশমীর মেলার আয়োজন হচ্ছে না। সম্প্রতি বানারহাট ব্লক প্রশাসন ও বানারহাট থানার সঙ্গে এক আলোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বানারহাটের বিডিও প্রহ্লাদ বিশ্বাস বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুয়ায়ী গয়েরকাটার দশমীর মেলা এবার হচ্ছে না। তবে দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা তাঁদের মতো করে সরকারি নিয়ম মেনে ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করতে পারবেন।'

মেলার আয়োজন না হওয়ায় গয়েরকাটা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মুখভার। যদিও সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কোনওভাবেই যে মেলার আয়োজন করা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে এলাকার সচেতন নাগরিকরা সহমত পোষণ করছেন।

প্রতিমা গড়ল রিয়ান

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : গত বছর থেকেই দাপট দেখাচ্ছে করোনা। বড়দের নিষেধে বাড়ির বাইরে খেলতে যাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশায় ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

করোনাকে পরাস্ত করতে মায়ের পুজো করার পরিকল্পনা করে বছর ১০–এর রিয়ান সেন। জলপাইগুড়ির মোহিতনগর নিবাসী পঞ্চম শ্রেণির এই পড়ুয়া নিজেই গড়েছে দুর্গা প্রতিমা। মারবেল কাগজ, কার্ড বোর্ড, থার্মোকল, গ্লিটার পেপার এবং জরি ব্যবহার করে ২০ দিন পরিশ্রম করেছে সে।

রিয়ান বলে, 'প্রতিমার সামনে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করব, বিশ্ব থেকে করোনা ভাইরাস বিদায় নিক। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরুক আমাদের জীবন।' জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির এই ছাত্রের মা কোয়েলী রায়বর্মন এবং বাবা পিন্টু সেন রিয়ানকে প্রতিমা তৈরিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

সুস্বাদু খাবার নিয়ে প্রস্তুত বিভিন্ন লাইন হোটেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ অক্টোবর : চিকেন কারি, চিকেন টিক্কা মশালা কিংবা চিকেন শাহি কোর্মা। এসব অবশ্যই আমিষ। তবে নিরামিষের তালিকাটাও খুব একটা সংক্ষিপ্ত নয়। রয়েছে ভেজ কোফতা, পনির বাটার মশালা, শাহি পনির, পনির টিক্কা মশালা বা মাশরুম পনিরও। নামগুলো পড়তে পড়তে জিভে জল এসে যাচ্ছে নিশ্চয়। তবে আর দেরি কেন? উৎসব মরশুমে আপনি যদি পেটপুজোতে বিশ্বাস করেন, তাহলে ডুয়ার্স বেড়াতে এসে লাইন হোটেলের হাব নাগরাকাটায় অবশ্যই একবার আসতে হবে। এখন এই লাইন হোটেলগুলিতে চলছে পুজোর চারদিন ভোজনরসিকদের সন্তুষ্ট করার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

চালসা থেকে ৩১সি জাতীয় সড়ক ধরে পানঝোরার জঙ্গল পার হলেই নাগরাকাটার শুরু। জলঢাকা সড়কসেতু থেকে খানিকটা এগোলেই রাস্তার দু'পাশে একের পর এক লাইন হোটেল। সেগুলির মধ্যে দু'একটিতে তো আবার থাকার এলাহি ব্যবস্থাও রয়েছে। এখন নাগরাকাটায় লাইন হোটেলের সংখ্যা অন্তত ১৫টি। আরও একাধিক লাইন হোটেল চালুর অপেক্ষায়। বছর তিনেক আগেও সংখ্যাটি মেরেকেটে ছিল ৫টি।

ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা কিংবা কাজের জন্য ৩১সি জাতীয় সড়ক ধরে যাঁরাই যাতায়াত করেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই লাইন হোটেলগুলিতে ঢুঁ মেরে যান। স্থানীয়দের থেকে বেশি খদ্দের বাইরের। শুধু খানাপিনার জন্য লাইন হোটেলেও অনেকে চলে আসছেন সপরিবারে। সরকারি আমলা, শিক্ষক, চাকরিজীবী, ডাক্তার, পুলিশ, ব্যবসায়ী কে নেই সেই তালিকায়। এখন তো জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীর মতো অনুষ্ঠানগুলিও পালিত হচ্ছে লাইন হোটেলের ব্যাংকোয়েট রুমে।

যে কোনও উৎসবের সময়ই হোটেলগুলিতে ফুরসত থাকে না কর্মীদের। ভিড় উপচে পড়ে। বাইরে টেবিল–চেয়ার পেতে খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়। দুর্গাপুজোর সময় ওই ভিড় আরও বাড়ে। পুজো দেখতে বেরিয়ে লাইন হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে যাওয়া যেন এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে করোনা সংকটের জেরে গতবারের ব্যবসার ছবিটা আলাদা ছিল। এবার পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে।

একটি লাইন হোটেলের কর্ণধার দিলীপ ছেত্রী বলেন, 'এবার ১৫ অগাস্ট যে পরিমাণ ভিড় হয়েছিল, তার জন্য সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না। পাঁচবার বাজার থেকে চিকেন কিনে আনতে হয়েছিল। পুজোতে আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে এমনটা অনুমান করেই যাবতীয় আনাজপাতি মজুত করে রাখা হয়েছে।' আরেকটি লাইন হোটেলের মালিক কাঞ্চন গুরুং বলেন, 'আমরা প্রস্তুত আছি। আশা করছি মানুষ সঠিক সময়েই খেতে ঢুকবেন।'

নববস্ত্র দান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশে পুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি চলল সোমবারও। শহর সংলগ্ন সেবাগ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এদিন ৩০০ জনকে নববস্ত্র দান করার পাশাপাশি মধ্যাহ্নভোজ খাওয়ায়। শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে ৪০টি শিশুকে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়।

মেটেলি জার্নালিস্ট ক্লাব ও বীরপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী সাজু তালুকদারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রুগ্ন কিলকোট চা বাগানের অন্তত ৫০০ জনকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়। মহিলা পরিচালিত লায়ন্স ক্লাব অফ মাল শুভকামনা'র উদ্যোগে সোমবার শহরের নবভারত সংঘের দুর্গাপুজো মণ্ডপের সামনে বস্ত্রদান করা হয়। এছাড়া বেলাকোবা মুনলাইট ক্লাবের উদ্যোগে ও সায়ন অটোমোবাইলের সহযোগিতায় ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় দিলীপ দাসের স্মরণে ১০১ জনের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। বানারহাটের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স হ্যান্ডিক্যাপড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে বন্ধ ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইন শ্রমিক মহল্লায় ৫০ জন শিশুকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পুজো উদ্বোধন

ওদলাবাড়ি, ১১ অক্টোবর : পুজো উদ্বোধন এবং দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের নতুন বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে মহাষষ্ঠী কাটল ওদলাবাড়িতে। এদিন ওদলাবাড়ির বেশ কয়েকটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার সমাজসেবী তমাল ঘোষ, সুকান্ত চৌধুরী এবং ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মধুমিতা ঘোষ। ওদলাবাড়ি ইউনিয়ন ক্লাব, দক্ষিণ ওদলাবাড়ি সর্বজনীন, দেবীপাড়া সর্বজনীন পুজোমণ্ডপ সোমবার বিকেল থেকে একের পর এক উদ্বোধন হয়। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'চলো পালটাই'–এর তরফে দুঃস্থ পরিবারের কচিকাঁচাদের হাতে পুজোর নতুন জামাকাপড়, মাস্ক ও স্যানিটাইজার, খাবার দেওয়া হয়।

চিকিৎসায় সাহায্য

রাজগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : রাজগঞ্জের ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা অরজিৎ দাস পেটের জটিল রোগে ভুগছিলেন। ছোট মালবাহী গাড়ি চালিয়ে কোনওরকমে সংসার চালানো অরজিতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে তৃণমূল নেতা তথা সমাজসেবী মদন ভট্টাচার্য কয়েকদিন আগে অরজিতকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করান। এদিন অরজিৎবাবুকে ছুটি দেওয়া হয়। অরজিৎ বলেন, মদনদা যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো বাঁচাও সম্ভব হত না।

দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

কালচিনিতে পোস্টার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার

কালচিনি, ১১ অক্টোবর : সম্প্রতি পাহাড় নিয়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে। ওই বৈঠকে তরাই ও ডুয়ার্স প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সোমবার কালচিনিতে পোস্টার সাঁটাল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কালচিনি ব্লক শাখা। এই ঘটনায় দীর্ঘদিন বাদে কালচিনির রাজনৈতিক মহল সরগরম হয়ে উঠছে। অনেকেই মনে করছেন পুজোর পর এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হতে পারে কালচিনি সহ সমগ্র তরাই ও ডুয়ার্স। এদিন কালচিনি ছাড়াও সংলগ্ন কয়েকটি চা বাগানে নিজেদের দাবির কথা উল্লেখ করে পোস্টার সেঁটেছেন মোর্চার সমর্থকরা।

এ বিষয়ে মোর্চার কালচিনি ব্লক সভাপতি অমল লামা বলেন, মঙ্গলবার সপ্তমীর দিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে সেটা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা জানা নেই। তৈবে ওই বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে পাহাড়ের পাশাপাশি যদি তরাই–ডুয়ার্সকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তবে মোর্চা তীব্র বিরোধিতা করবে।

অন্যদিকে, কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা ওই বৈঠকে ডুয়ার্সের প্রতিনিধিত্ব করতে দিল্লি রওনা দিয়েছেন। যদিও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি বলে তাঁর মন্তব্য জানা যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপি ভালো ফল করলেও রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সেইজন্য বিজেপি ফের গোর্খাল্যান্ড ইস্যু খুঁচিয়ে রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে বলে মনে করছে তৃণমূল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

আপনি আপনার সেক্স (SEX) সমস্যা বা অন্য কোন রকম শারিরীক গোপন সমস্যাকে অবহেলা করছেন না তো?
যৌন সমস্যা লিঙ্গ শিথিলতা সহবাসে অক্ষমতা শীঘ্রপতন
স্বল্প খরচে, অল্প সময়ে অত্যাধুনিক উপায়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।
এছাড়াও পাইলস, ফিস্টুলা, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক, ব্রন, বাত, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, শ্বেতী, সোরাইসিস, যে কোনো নেশা ও মহিলাদের স্রাবজনিত সমস্যার পূর্ন আরোগ্যের নিশ্চয়তা।
হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আসুন ১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্রে
আরোগ্য হারবাল ক্লিনিক
সুপার স্পেশালিটি হারবাল চিকিৎসাকেন্দ্র
শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট, মুর্গিহাটির পাশে, সিকিম হোটেলের বিপরীতে, এস জি রোড
ফোন : 95474 67472
প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা।
(সঠিক নাম এবং সাইন বোর্ড দেখে আসবেন) আসার আগে ফোনে অবশ্যই যোগাযোগ করে আসবেন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুরের এক বাসিন্দা রণজিৎ দাস - কে

14.09.2021 তারিখের ড্র-তে 64C 66718 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। আনন্দিত বিজয়ী বললেন "আমি খুবই আনন্দিত এক কোটি টাকা জিতে। আমাদের এলাকা থেকে অনেকেই ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছেন। ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কেনা আমাদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের এলাকার মধ্যে এই লটারি অনেক মানুষকে রোজগার যেমন দিয়েছে তেমনই অনেক মানুষকে কোটিপতিও করেছে। শুধুমাত্র এক কাপ চায়ের দামেই আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়, বলে কে বিজেতা হচ্ছে তাও সহজে জানা যায়।

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতেছে ভেলুরডাবরির খুদেরা

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর : কচিকাঁচা হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। থার্মোকলে দেবীর ছবি সেঁটে তৈরি হয়েছে ছোটদের দুর্গা প্রতিমা। পুজোর আয়োজনের গোটা দায়িত্বই তুষার, দীপদের ছোট ছোট কাঁধে। দক্ষিণ ভেলুরডাবরিতে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সি শিশু–কিশোরদের হাতের ছোঁয়ায় পুজো হবে দুর্গার।

নিজেদের হাতে গড়া পুজোমণ্ডপের সামনেই কয়েকদিন হই–হুল্লোড় করে কাটাবে তুষার দাস, ইয়ান দাস, দীপ দে, বিট্টু রায়রা। আলিপুরদুয়ার থেকে সলসলাবাড়ি যাওয়ার রাস্তার ধারে পড়ে দক্ষিণ ভেলুরডাবরি গ্রাম। সেখানে গত বছর থেকে রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট প্যান্ডেল করে নিজেদের মতো করেই পুজোর আয়োজন করে আসছে স্থানীয় কচিকাঁচারা। অভিভাবকরাও তাদের উৎসাহিত করছেন।

করোনা আবহে গত বছর পুজো দেখতে শহরে যাওয়া হয়নি। সেজন্য গ্রামের শিশুদের মনখারাপ হয়েছিল। পরে স্থানীয় কচিকাঁচারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ছোট্ট প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজোর আয়োজনও করেছিল। সেখানেই তারা আনন্দ করে পুজোর ক'টা দিন কাটিয়েছে। এবারেও সেই আয়োজনের ধারাবাহিকতা রেখেছে স্থানীয় খুদেরা। আট থেকে বারো বছরের ছোটরা যে এমন আয়োজন করতে পারে, প্রথমে তো ভাবতেই পারেননি বড়রা। কিন্তু তারা নাছোড়।

পুজোর আয়োজনে খুদেরা। সোমবার ভেলুরডাবরিতে। – সংবাদচিত্র

বাবা–মায়ের কাছে এবারে আবদার করে কিছু চাঁদা তুলেছে। তা দিয়েই প্রয়োজনীয় সব উপকরণ কিনে নিজেদের হাতেই তৈরি করেছে ছোট্ট পুজোমণ্ডপ। গ্রামের ওই ছোটদের মণ্ডপের সামনে গাছ লাগিয়ে শিশুরাও একটি গাছ একটি প্রাণের বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। মণ্ডপের সামনের আবর্জনা ঝাড়ু হাতে নিয়ে নিজেরাই সাফাই করে জঞ্জাল সরিয়েছে। শহরের নজরকাড়া মণ্ডপ, প্রতিমা বা আলোকসজ্জার কোনোটাই নেই এখানে। কিন্তু শিশুমনের আন্তরিকতায় গড়ে ওঠা পুজোমণ্ডপকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে এখন একটা উৎসাহ–উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বাইরে প্রতিমা দেখতে গেলেও নিজেদের ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরি মণ্ডপের সামনে বড়রাও ভিড় করছেন। তাঁদের মুখেও প্রশংসা।

দীপরা জানিয়েছে, পুজোর ক'দিন তারা ওই মণ্ডপের সামনে একসঙ্গে বসে নিজেরাই পুজো দেবে। নিজেরাই খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করবে।

কচিকাঁচাদের সৃষ্টির আনন্দকে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ দাস, অনুরাধা বর্মন, সীমা দে'রা বলেন, 'করোনার জন্য দীর্ঘদিন ওদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। গত বছর করোনার ভয়ে আমরা, অভিভাবকরা শহরে পুজো দেখতে যাইনি। ছেলেরা বায়না ধরে, ওরাই পুজোর আয়োজন করবে। তাদের ওই ইচ্ছেপূরণ করতে উৎসাহ দিয়েছি। কাপড়, বাঁশের টুকরো আর সামান্য কাঠ দিয়ে শিশুরাই ওই মণ্ডপ তৈরি করেছে। আমাদের এই এলাকায় আরও কয়েকটি পুজো হয়। তবে শিশু–কিশোররা ওদের নিজেদের হাতে তৈরি মণ্ডপেই বেশিরভাগ সময় কাটায়।'

শিশুদের পুজো

- কাপড়, বাঁশের টুকরো আর সামান্য কাঠ দিয়ে শিশুরাই ওই মণ্ডপ তৈরি করেছে
- স্থানীয় কয়েকজন তাদের সাহায্য করেছেন
- আট থেকে বারো বছরের শিশুরা পুজোর আয়োজন করেছে

ZEE LABORATORIES
৫ কোটিরও বেশি সন্তুষ্ট গ্রাহক
MYFAIR
মসৃণতার উন্নতি করে, ত্বক করে উজ্জ্বল
A Product of
ZEE LABORATORIES LTD.
9896134500 • www.myfair.in
ক্রিম • সাবান • ফেস ওয়াশ • সান স্ক্রিন
Required RSMs , ASMs & Sales Executives Call - 9896306767 or Email - corp@zeelab.co.in